মহাকবি শ্রীমদম্বিকাদত্ত ব্যাস বিরচিতম্

শিবরাজবিজয়ম্

প্রথমঃ বিরামঃ-প্রথমঃ নিশ্বাসঃ

বনবিহারী ঘোষাল

পা রু ল

মহাকবি শ্রীমদম্বিকাদত্ত ব্যাস বিরচিতম্

শিবরাজবিজয়ম্

প্রথমঃ নিশ্বাসঃ

ভূমিকা

সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে—[১] শ্রব্যকাব্য এবং [২] দৃশ্যকাব্য। শ্রব্যকাব্যের বিভিন্ন ভাগের মধ্যে গদ্যকাব্য অন্যতম। গদ্যরচনাই হল কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের মাপকাঠি। কারণ সংস্কৃতে বলা হয়—"গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি।" তবুও পৃথিবীর সকল দেশেরই প্রাচীন সাহিত্য ছন্দোময় পদ্যেই লেখা। যেমন, ভারতের প্রথম সাহিত্য ঋগ্বেদ পদ্যে লেখা।

গদ্যকাব্য দুই শ্রেণিতে বিভক্ত—[১] কথা এবং [২] আখ্যায়িকা। সংস্কৃতে এই শ্রেণির সাহিত্য বা কাব্যকে বলা হয় গদ্যকাব্য, আর ইংরেজিতে বলা হয় 'Prose Romance'। গদ্যকাব্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, গদ্যে রচিত হলেও মাঝে মাঝে পদ্যও থাকতে পারে। 'কথা' ও 'আখ্যায়িকা' নিয়ে নানা মতভেদ দেখা যায়। তবে কেউ কেউ বলেন, সত্যকাহিনি নিয়ে লেখা 'আখ্যায়িকা' আর কল্পিত কাহিনি নিয়ে লেখা 'কথা' নামে পরিচিত।

বৈদিক কাল

বৈদিক সাহিত্যে গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রথম নিদর্শন পাই 'কৃষ্ণযজুর্বেদ'-এ। এছাড়া আছে 'অথর্ববেদ', বেদের বিভিন্ন ব্রাহ্মণ সাহিত্য ও আরণ্যকে। যজুর্বেদে প্রযুক্ত বিভিন্ন স্তুতিতে সানুপ্রাস ও কবিত্বের প্রকাশ দেখি—"**পশ্যেম শরদঃ শতম্, জীবেম শরদঃ শতম্, শৃণুয়াম শরদঃ শতম্...**" ইত্যাদি। বেদাঙ্গ, খ্রিঃপূঃ ৮ম শতকের যাস্কাচার্যের 'নিরুক্ত', 'আরণ্যক' (গদ্যে রচিত), এবং উপনিষদ্ সাহিত্য প্রাচীন গদ্যের অধিক পরিষ্কৃত গ্রন্থ। খ্রিঃপূঃ ৭ম শতকের পাণিনি 'অষ্টাধ্যায়ী'-র সূত্রভাষ্য পতঞ্জলির (খ্রিঃপূঃ দ্বিতীয় শতক) 'মহাভাষ্য' সমাসবাহুল্যহীন প্রাঞ্জল গদ্য। পতঞ্জলি 'বাসবদত্তা', 'সুমনোত্তরা', 'ভৈমরথী' নামে তিনটি গদ্যকাব্যের কথা উল্লেখ

করেছেন—"অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে", বাহুল্যং লুগ্‌বক্তব্যঃ বাসবদত্তা সুমনোত্তরা ন চ ভবতি ভৈমরথী"। 'কাশিকা'-তে এই গদ্যকাব্যগুলির উল্লেখ আছে।

পৌরাণিক গদ্য

সমাসবহুল ও পদলালিত্যযুক্ত (দৃঢ়বন্ধযুক্ত গদ্য)-এর নিদর্শন পাই পৌরাণিককালে—'শ্রীমদ্‌ভাগবত' ও 'বিষ্ণুপুরাণ'-এ। এছাড়া মহাভারতের কিছু অংশ, চরক ও সুশ্রুত সংহিতায়।

শাস্ত্রীয় গদ্য

শাস্ত্রীয় গদ্যের নিদর্শন হিসেবে মহর্ষি পতঞ্জলির **'মহাভাষ্য'** ছাড়া ব্রহ্মসূত্রের **'শাঙ্করভাষ্য'**, মীমাংসাসূত্রের **'শাবরভাষ্য'**, সায়ণাচার্যের **'বেদভাষ্য'**, জয়ন্ত ভট্টের **'ন্যায়মঞ্জরী'**, মনুসংহিতার **'মেধাতিথিভাষ্য'**, বররুচির **'চারুমতী'** ও **'মনোবতী'**, রুদ্রের 'ত্রৈলোক্যসুন্দরী', সৌমিল্লের 'শূদ্রককথা', শ্রীপালিতের **'তরঙ্গবতী'** ইত্যাদিতে গদ্যের নিদর্শন পাই।

শিলালেখ ও অনুশাসনলিপি

প্রাচীন সংস্কৃত গদ্যের নিদর্শন মেলে শিলালেখ ও অনুশাসনলিপিতে। সেগুলি হল—মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের (১৫০-১৫২ খ্রিস্টাব্দ) **'গির্ণার শিলালেখ'**, হরিষেণ রচিত **'সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি'** (৩৫০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী), **'সিরিপুলমারি লেখ'** (নাসিক ২০০ খ্রিঃ), দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী বীরসেনের 'শিলালিপি (৪০০ খ্রিস্টাব্দ), বৎসভট্টির **'মান্দাসোর শিলালিপি'** (৪৭৩ খ্রিস্টাব্দ), ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত দ্বিতীয় পুলকেশীর **'আইহোল'** শিলালিপি। এতে কালিদাস ও ভারবির নাম উল্লিখিত আছে—

বিজয়তাং রবিকীর্তিঃ কবিতাশ্রিত—কালিদাস-ভারবিকীর্তিঃ।

প্রাচীনযুগে সমৃদ্ধ লৌকিক গদ্যসাহিত্য : ⓚ সুবন্ধু, ⓚ দণ্ডী, ⓖ বাণভট্ট

ⓚ সুবন্ধু

যে তিনজন সাহিত্যিক সংস্কৃত গদ্যসাহিত্য রচনায় সুবর্ণ যুগের প্রবর্তন করেছিলেন, সুবন্ধু তাঁদের মধ্যে অন্যতম এবং সম্ভবত কালের বিচারে প্রাচীনতম (৭ম শতাব্দীর শেষার্ধ)।

সুবন্ধুর একটিমাত্র গ্রন্থ 'বাসবদত্তা' নামে প্রসিদ্ধ। সুবন্ধু রচিত এই 'বাসবদত্তা' প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা। বাসবদত্তা অর্থাৎ এটি উদয়ন কাহিনির থেকে ভিন্ন। এটি সম্পূর্ণ কবির কল্পনাপ্রসূত। কেবল নায়িকার অভিধানটি প্রাচীন।